সপ্তপদার্থী – Semester – VI

1.) শিবাদিত্য মিশ্রের মতে, সমবায়ের লক্ষণ ব্যাখ্যা কর।

অথবা

সপ্তপদার্থী গ্রন্থ অনুসারে সমবায়ের লক্ষণ ব্যাখ্যা কর।

Ans :- শম্ভু অর্থাৎ শিবকে নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণের পরে শিবাদিত্য বৈশেষিকশাস্ত্রের প্রকরণগ্রন্থ 'সপ্তপদার্থী' রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত — উদ্দেশ প্রকরণ, লক্ষণ প্রকরণ এবং পরীক্ষা প্রকরণ, তিনি পদার্থগুলির নামমাত্র কথন করেছেন উদ্দেশ প্রকরণে, উদ্দেশ প্রকরণের পর তিনি লক্ষণ বচন করেছেন এবং সেই পদার্থেরই বিচারপূর্বক তত্ত্বনির্ণয় করেছেন পরীক্ষা প্রকরণে।

শিবাদিত্য মিশ্র 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে লক্ষণ প্রকরণে সমবায় পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ করে বলেছেন—

"নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ।" —

অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধই সমবায়। বিশেষপদার্থের পরে উদ্দিষ্ট হয়েছে সমবায় পদার্থ। সমবায় অন্তিম ভাবপদার্থ। এ-লক্ষণের আলোচনা করতে গিয়ে মাধব সরস্বতী প্রথমেই বলেছেন যে, 'সম্বন্ধ' মাত্র বললেই সমবায়পদার্থের লক্ষণ প্রদত্ত হলে লক্ষণটি সংযোগে অতিব্যাপ্ত হবে; যেহেতু সংযোগও একটি সম্বন্ধ, সংযোগে এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই বলা হল নিত্য সম্বন্ধই সমবায়। সংযোগ সম্বন্ধ হলেও তা অনিত্য। সমবায় কিন্তু নিত্য সম্বন্ধ। আবার শুধুমাত্র 'নিত্য' বলেও সমবায়লক্ষণ করলে লক্ষণটি আকাশাদি নিত্য পদার্থে অতিব্যাপ্ত হবে, সেজন্যই বলা হয়েছে, সমবায় হল নিত্য সম্বন্ধ।

কিন্তু আকাশের সঙ্গে রূপাদের

Scanned by CamScanner

সম্বন্ধও তো নিত্য, এ সম্বন্ধ হল স্বরূপ সম্বন্ধ। তাই যদি নিত্য সম্বন্ধকে সমবায়লক্ষণ বলা হয়, তবে লক্ষণটি সং-যোগে অতিব্যাপ্ত না হলেও উক্ত স্বরূপ সম্বন্ধে লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হবে। এজন্যই 'মুক্তাবলীসংগ্রহ' টীকাকার্যে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন শাস্ত্রী সমবায় লক্ষণে বললেন : <u>সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্</u>।

সম্বন্ধিদ্বয় অর্থাৎ অনুযোগী ও প্রতিযোগী হতে ভিন্ন যে নিত্য সম্বন্ধ সেটিই সমবায়। 'সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি' বলায় পূর্বোক্ত স্বরূপসম্বন্ধে সমবায় লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয় না এবং লক্ষণটি নির্দোষ লক্ষণে পরিণত হয়।

২> শিবাদিত্য মিশ্রের মতে, অভাবের লক্ষণ ব্যাখ্যা কর।

Ans:-> সপ্তম পদার্থ হল <u>অভাব</u>, এই অভাব পদার্থের লক্ষণে শিবাদিত্য মিশ্র বলেছেন —

"<u>প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোঽভাবঃ</u>"।

অর্থাৎ প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞানাধীন যে পদার্থের জ্ঞান, সেই পদার্থই হল অভাব, যার অভাব সেই পদার্থই হল তার অভাবের প্রতিযোগী। যেমন- ঘটাভাবের প্রতিযোগী হল ঘট।

Scanned by CamScanner

যেই প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞান পূর্বে থাকলেই তার অভাবের জ্ঞান হয়, যদি ঘটজ্ঞান পূর্বে থাকে তবেই ঘটাভাবের জ্ঞান হতে পারবে, এই তাৎপর্যেই বলা হয়েছে, যে প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞানাধীন যে পদার্থ সেটিই অভাব, শুধু যদি 'জ্ঞানাধীনজ্ঞান' এটুকু অভাবলক্ষণ বলা হলে লক্ষণটি সমবায় সম্বন্ধে অতিব্যাপ্ত হয়ে যেত, কারণ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী, এই অতিব্যাপ্তি কারণের জন্যই অভাবলক্ষণে প্রতিযোগি জ্ঞানজন্য জ্ঞান যে পদার্থের তাকে অভাব পদার্থ বলা হয়েছে।

৩) প্রাগভাব কী?

Ans:- শিবাদিত্য মিশ্র তাঁর 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে প্রাগভাবের লক্ষণে বলেছেন —

'অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ' —

অর্থাৎ প্রাগভাব হল অনাদি কিন্তু অন্তযুক্ত। উৎপত্তির প্রাক্ পদার্থের যে অভাব সেটি প্রাগভাব, তন্তুনিচয়ে দেখে 'পটঃ ভবিষ্যতি' — এরূপ যে বোধ হয়, তার বিষয় হল প্রাগভাব,

৪) অন্যোন্যাভাব কী?

Ans:- অন্যোন্যাভাবের লক্ষণে শিবাদিত্য মিশ্র তাঁর 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে বলেছেন —

'তাদাত্ম্যনিষেধোঽন্যোন্যাভাবঃ।'

অর্থাৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে যখন অনুযোগীতে প্রতিযোগী নিষিদ্ধ হয়, তখন যে স্থলে যে অভাব সেটি হল অন্যোন্যাভাব। যেমন - 'ঘটঃ পটঃ ন' ইত্যাকার বোধের বিষয় যে অভাব, সেটিই অন্যোন্যাভাব।

Scanned by CamScanner